পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন
পিকেএসএফ

# RAISE

ছোটো উদ্যোগে মানব সক্ষমতার বিকাশ

নিউজলেটার

ভলিউম ০২, সংখ্যা ০২ । ডিসেম্বর ২০২৩

ফিচার

# দক্ষ তরুণ উদ্যোক্তা গড়তে কাজ করছে RAISE প্রকল্প

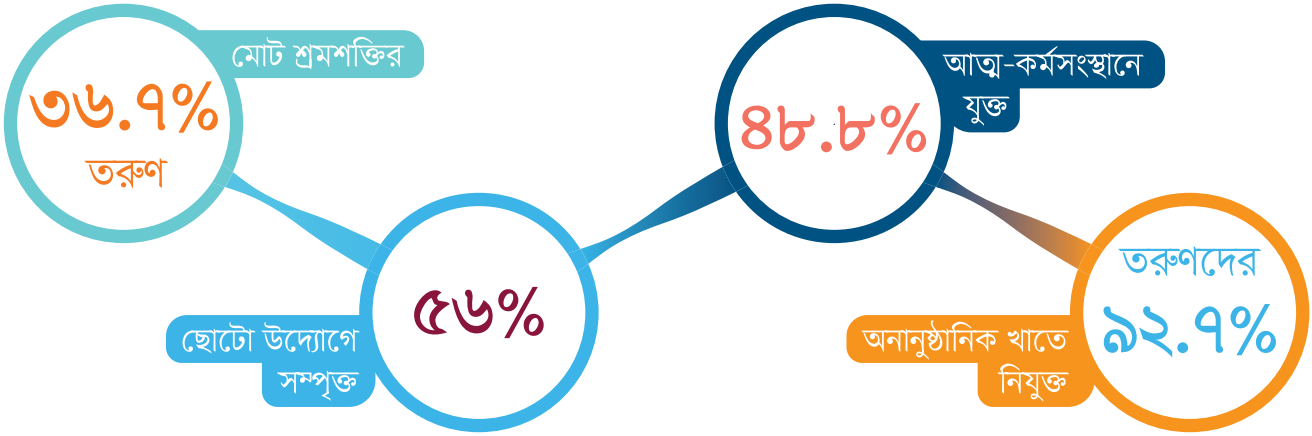


দেশের মোট শ্রমশক্তির এক তৃতীয়াংশ তরুণ যাদের মধ্যে বেশিরভাগই অনানুষ্ঠানিক খাতে নিযুক্ত। প্রতি বছর ২১ লক্ষের অধিক তরুণ শ্রমবাজারে প্রবেশ করে যাদের অনেকেই উদ্যোক্তা হওয়ার স্বপ্ন দেখে; তবে প্রাথমিক পুঁজির অভাব এবং ব্যাবসা পরিচালনায় ব্যবহারিক জ্ঞান ও দক্ষতার ঘাটতি তাদের স্বপ্ন পূরণে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। প্রাথমিক পুঁজির ব্যবস্থা করে উদ্যোগ শুরু করতে সক্ষম হলেও একটি পর্যায়ের পর যথাযথ উদ্যোগ ব্যবস্থাপনা, সঠিক পরিকল্পনা, উদ্ভাবনী পন্থা, হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি ইত্যাদির অভাবে ব্যাবসা স্থবির হয়ে পড়ে। এর পাশাপাশি অনেক উদ্যোক্তাই লক্ষ্য নির্ধারণ, যোগাযোগের দক্ষতা, নেটওয়ার্কিং, সম্পর্ক ব্যবস্থাপনার মতো বিষয়ে পারদর্শী না হওয়ার কারণে ব্যাবসা প্রসারে সফলতার পথে এগিয়ে যেতে বাধাগ্রস্থ হয়।

নবীন উদ্যোক্তাদের এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় RAISE প্রকল্প অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন এবং 'ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোগ উন্নয়ন' বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তরুণ উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উদ্যোক্তাগণ ব্যবসায় ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি ব্যবসায় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, পেশাভিত্তিক কারিগরি বিষয় এবং জীবন দক্ষতা উন্নয়নে সক্ষমতা লাভ করবেন। এর পাশাপাশি প্রকল্পভুক্ত উদ্যোগে সামাজিক ও পরিবেশগত উত্তম চর্চা অনুশীলনের মাধ্যমে নিজ নিজ উদ্যোগে শোভন কর্মপরিবেশ তৈরিতে তরুণ উদ্যোক্তাদের উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে।

'ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা'-এর আওতায় তরুণ উদ্যোক্তাগণ উদ্যোগের আয়-ব্যয়ের হিসাব, ব্যাবসা পরিকল্পনা, টেকসই উদ্ভাবনী ব্যাবসা, ব্যাবসা সম্প্রসারণ ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন যা তাদের উদ্যোগকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়ক হবে। উদ্যোগ পরিচালনার ক্ষেত্রে ছোটো উদ্যোক্তাদের নানাবিধ অপ্রত্যাশিত দুর্যোগ বা ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। ব্যবসায় ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ ও মোকাবিলায় পর্যাপ্ত প্রস্তুতির অভাব উদ্যোগের টেকসহিতার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এ প্রেক্ষিতে ছোটো উদ্যোগসমূহকে ঘাতসহিষ্ণু উদ্যোগে রূপান্তর করার লক্ষ্যে 'ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোগ উন্নয়ন'-এর আওতায় 'ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসায় ধারাবাহিকতা' বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এর পাশাপাশি তরুণ উদ্যোক্তাদের সংশ্লিষ্ট পেশাভিত্তিক কারিগরি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধির পদক্ষেপও নেয়া হচ্ছে।

মৌলিক জীবন দক্ষতার ঘাটতির কারণে অনেক তরুণ সফল উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন না। জীবন দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের আওতায় তরুণ উদ্যোক্তাগণ বিভিন্ন গেমস ও দলীয় অনুশীলনের মাধ্যমে লক্ষ্য নির্ধারণ, যোগাযোগের দক্ষতা, মোটিভেশন, মানসিক চাপ ব্যবস্থাপনা, সামাজিক দক্ষতা, সম্পর্ক ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন। এ প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান নিজ নিজ উদ্যোগে প্রয়োগের মাধ্যমে উদ্যোক্তাগণ ব্যাবসা সম্প্রসারণে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবেন।

RAISE প্রকল্পের আওতায় নির্বাচিত তরুণ উদ্যোক্তাগণ স্বল্প-আয়ের পরিবারভুক্ত এবং উচ্চ-শিক্ষিত নন। এ বিবেচনায় 'ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোগ উন্নয়ন'-এর আওতায় প্রশিক্ষণ মডিউলগুলো প্রকল্পের অংশগ্রহণকারীদের জন্য সহজবোধ্য, এক্টিভিটি বেজড এবং অধিকতর অংশগ্রহণমূলক করার উদ্দেশ্যে গেমস, রোল প্লে, দলীয় অনুশীলন, দলীয় ও একক উপস্থাপনা প্রদান, সহজবোধ্য উদাহরণ উপস্থাপনসহ বিভিন্ন পদ্ধতি প্রশিক্ষণ মডিউলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি উদ্যোক্তাদের সংশ্লিষ্ট খাতে কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উক্ত এলাকায় মডেল উদ্যোগে ফিল্ড পরিদর্শনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এর মাধ্যমে 'টেক্সট বুক' কেন্দ্রিক জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি আধুনিক প্রযুক্তির চর্চা আছে এমন মডেল উদ্যোগে ফিল্ড পরিদর্শনের মাধ্যমে নবীন উদ্যোক্তাগণ উত্তম চর্চা জানতে পারবেন এবং নিজস্ব উদ্যোগ সম্প্রসারণে উদ্বুদ্ধ হবেন বলে আশা করা যায়।

৯০ হাজার তরুণ উদ্যোক্তাকে অর্থায়নের পাশাপাশি সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের উদ্যোগ সম্প্রসারণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে RAISE প্রকল্প। ছোটো উদ্যোগ সম্প্রসারণের মাধ্যমে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে RAISE প্রকল্প ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে যা পর্যায়ক্রমে দেশের অর্থনীতিকে আরো বেগবান করবে বলে আশা করা যায়।

## RAISE প্রকল্পের অগ্রগতি

| কোভিড-১৯-এ ক্ষতিগ্রস্ত উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও অর্থায়ন | | তরুণ ছোটো উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও অর্থায়ন | | শিক্ষানবিশি কার্যক্রম | |
|---|---|---|---|---|---|
| লক্ষ্যমাত্রা | অগ্রগতি | লক্ষ্যমাত্রা | অগ্রগতি | লক্ষ্যমাত্রা | অগ্রগতি |
| ৫০০ কোটি টাকা অগ্রসর-RAISE ঋণ বিতরণ | ১০০% | ১০৯১.০১ কোটি টাকা অগ্রসর-RAISE ঋণ বিতরণ | ৩৫% | ৩৫,০০০ জন তরুণকে কারিগরি ও জীবন দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ | ৩১% |
| ৫০,০০০ জন উদ্যোক্তাকে 'ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসায় ধারাবাহিকতা' প্রশিক্ষণ | ৯৯% | ৯০,০০০ জন উদ্যোক্তাকে 'ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোগ উন্নয়ন' প্রশিক্ষণ | ৭% | শিক্ষানবিশি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৭,০০০ জন মাস্টার ক্রাফটসপার্সনের অন্তর্ভুক্তিকরণ | ৬৪% |

(ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত)

## RAISE প্রকল্পের কার্যক্রম

### BMED বিষয়ক ToT

প্রকল্পের আওতায় তরুণ উদ্যোক্তাদের জন্য Business Management and Entrepreneurship Development (BMED) বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে ফলপ্রসূভাবে বাস্তবায়ন এবং দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব বিবেচনায় প্রকল্পভুক্ত সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তাদের BMED বিষয়ক Training of Trainers (ToT) কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। এ কার্যক্রমের আওতায় ২ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখ থেকে ২৮ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত আঞ্চলিক পর্যায়ে ১৭টি ব্যাচের আওতায় ৬৯টি সহযোগী সংস্থার সর্বমোট ৪৫৪ জন কর্মকর্তাকে ৩ দিনব্যাপী ToT প্রদান করা হয়েছে। দেশব্যাপী ১৬টি ভেন্যুতে আয়োজিত এ ToT কার্যক্রমে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী ইউনিট-এর কর্মকর্তা ছাড়াও প্রশিক্ষণ পুলের কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। এ প্রশিক্ষণে বহিস্থ রিসোর্স পার্সনসহ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট-এর কর্মকর্তাবৃন্দ বিভিন্ন সেশন পরিচালনা করেন।

উল্লেখ্য, RAISE প্রকল্পের আওতায় ৯০ হাজার তরুণ উদ্যোক্তার টেকসই উদ্যোগ পরিচালনার লক্ষ্যে অর্থায়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে চলমান রয়েছে। ৯৬ ঘণ্টার BMED প্রশিক্ষণে Generic Business Management, Life-skills, Risk Management and Business Continuity এবং Occupation Specific Business Management বিষয়ে উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।

৫ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় ব্যাচের ToT-এর উদ্বোধনী সেশনে বিশ্বব্যাংক-এর পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন RAISE প্রকল্পের টাস্ক টিম লিডার ও সিনিয়র সোশ্যাল প্রোটেকশন স্পেশালিস্ট আনিকা রহমান এবং অপারেশনস কনসালটেন্ট মাসুদ রানা। পিকেএসএফ-এর পক্ষে থেকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মহাব্যবস্থাপক ও RAISE প্রকল্প সমন্বয়কারী দিলীপ কুমার চক্রবর্ত্তী এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট-এর অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

# RAISE প্রকল্পের কার্যক্রম

## কমিউনিটি আউটরিচ কার্যক্রম

প্রকল্পের আওতায় লক্ষ্যভুক্ত অংশগ্রহণকারী নির্বাচনের লক্ষ্যে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট কর্তৃক প্রণীত অভিন্ন গাইডলাইন অনুসরণ করে প্রকল্পভুক্ত সহযোগী সংস্থা নিজস্ব কর্ম এলাকায় বিভিন্ন কমিউনিটি আউটরিচ কার্যক্রম যেমন- উঠান বৈঠক, হাট-বাজার সভা, মাইকিং, ঋণ সমিতির সভা, পোস্টারিং, লিফলেট বিতরণ ইত্যাদি বাস্তবায়ন করছে।

## 'ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসায় ধারাবাহিকতা' প্রশিক্ষণ

৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত কোভিড-১৯-এ ক্ষতিগ্রস্ত ৪৯,৭০৯ জন ছোটো উদ্যোক্তাকে 'ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসায় ধারাবাহিকতা' প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উদ্যোক্তাগণ বিভিন্ন ব্যবহারিক গেমস ও দলীয় অনুশীলনের মধ্য দিয়ে উদ্যোগ উন্নয়ন, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, আয়-ব্যয়ের হিসাবায়ন ও ব্যাবসা-পরিকল্পনা প্রণয়ন ইত্যাদি বিষয়ে সক্ষমতা অর্জন করছেন।

## 'ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোগ উন্নয়ন' প্রশিক্ষণ

৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত প্রকল্পভুক্ত ৬,৫২০ জন তরুণ ছোটো উদ্যোক্তাকে ২ মাসব্যাপী 'ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোগ উন্নয়ন' প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উদ্যোক্তাগণ বিভিন্ন দলীয় অনুশীলনের মাধ্যমে উদ্যোগ উন্নয়ন, ব্যবসায়ের পরিবেশ, ছোটো উদ্যোগে কর্মী ব্যবস্থাপনা, ব্যাবসায়িক পরিকল্পনা ও অর্থায়ন এবং ব্যাবসা সম্প্রসারণ সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন।

## ঋণ বিতরণ কার্যক্রম

কোভিড-১৯-এ ক্ষতিগ্রস্ত উদ্যোক্তাদের মাঝে ঋণ বিতরণের লক্ষ্যে পিকেএসএফ হতে সহযোগী সংস্থার অনুকূলে ৫০০ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। সংস্থা কর্তৃক ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ৫০,০০০ জন ছোটো উদ্যোক্তাকে প্রায় ৫০০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

পাশাপাশি প্রকল্পভুক্ত তরুণ উদ্যোক্তাদের উদ্যোগ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে পিকেএসএফ হতে সহযোগী সংস্থার অনুকূলে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ৩৭৬ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। সহযোগী সংস্থা এ সময়ে ২৩,২৩৮ জন তরুণ ছোটো উদ্যোক্তাকে প্রায় ২৮২ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা করেছে।

## শিক্ষানবিশি কার্যক্রম

শিক্ষানবিশি কার্যক্রমের আওতায় দ্বিতীয় ব্যাচের ৭,৪৪৩ জন তরুণের কারিগরি প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে। ৬ মাসব্যাপী এ শিক্ষানবিশি কার্যক্রমে শিক্ষানবিশগণ অভিজ্ঞ ওস্তাদের তত্ত্বাবধানে হাতে-কলমে কাজ শেখার পাশাপাশি উদ্যোগ পরিচালনা সংক্রান্ত জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পাচ্ছেন। এছাড়াও দক্ষ প্রশিক্ষকের আওতায় শিক্ষানবিশদের 'জীবন দক্ষতা উন্নয়ন' বিষয়ক ৫ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

## মাস্টার ক্রাফটসপার্সনদের ওরিয়েন্টেশন

যথাযথভাবে শিক্ষানবিশি কার্যক্রম পরিচালনা করার লক্ষ্যে এ পর্যন্ত প্রকল্পভুক্ত সহযোগী সংস্থা কর্তৃক প্রায় ৪,৪৮০ জন মাস্টার ক্রাফটসপার্সনকে ২ দিনব্যাপী ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হয়েছে।

## মাঠ পরিদর্শন

### আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব কর্তৃক RAISE প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন

বাংলাদেশের অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব শেখ মোহাম্মদ সলীম উল্লাহ ২৪ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার (রিক), সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা এবং ইয়ং পাওয়ার ইন স্যোশাল এ্যাকশন (ইপসা)-এর মাধ্যমে ফেনী জেলায় বাস্তবায়নাধীন RAISE প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। দারিদ্র্য বিমোচনে সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে পিকেএসএফ যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে তা অত্যন্ত প্রশংসনীয় বলে মন্তব্য করেন তিনি।

### বিশ্বব্যাংক-এর সাউথ এশিয়া রিজিওনাল ডিরেক্টর কর্তৃক RAISE প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন

২ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে বিশ্বব্যাংক-এর সাউথ এশিয়া রিজিওনাল ডিরেক্টর ফর হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট নিকোল ক্লিঙ্গেন-এর নেতৃত্বে বিশ্বব্যাংক-এর একটি প্রতিনিধি দল ঢাকা জেলাধীন সহযোগী সংস্থা সোসাইটি ফর ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভস্ (এসডিআই) এবং সোস্যাল আপলিফটমেন্ট সোসাইটি (সাস)-এর মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন RAISE প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। তিনি বলেন, RAISE প্রকল্পের সহায়তায় তরুণরা দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখার সুযোগ পাচ্ছে।

পরিদর্শনের সময় তার সাথে ছিলেন বিশ্বব্যাংক-এর RAISE প্রকল্পের পূর্বতন টাস্ক টিম লিডার এস আমের আহমেদ, কো-টাস্ক টিম লিডার আনিকা রহমান এবং পিকেএসএফ-এর মহাব্যবস্থাপক ও RAISE প্রকল্প সমন্বয়কারী দিলীপ কুমার চক্রবর্তীসহ সহযোগী সংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

### বিশ্বব্যাংক-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট কর্তৃক RAISE প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন

বিশ্বব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট (অপারেশনস পলিসি অ্যান্ড কান্ট্রি সার্ভিসেস) এড মাউন্টফিল্ড-এর নেতৃত্বে বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধিবৃন্দ ৬ জুলাই ২০২৩ তারিখে শরীয়তপুর জেলায় সহযোগী সংস্থা এসডিএস-এর মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন RAISE প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। তিনি বলেন যে, ছোটো উদ্যোগসমূহকে সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি, উদ্যোক্তাদের ব্যাবসায়িক দক্ষতা উন্নয়ন, ব্যাবসায়িক মনোভাব সৃষ্টি এবং মর্যাদাপূর্ণ কর্মসংস্থানে সম্পৃক্ত হবার সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের উন্নয়নের মূলস্রোতে অন্তর্ভুক্তির পথ উন্মুক্ত করা হচ্ছে। মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন পিকেএসএফ-এর কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করে তিনি বলেন, এসব কার্যক্রম দেখে তিনি মুগ্ধ।

এ পরিদর্শনে অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের, বিশ্বব্যাংকের এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স অ্যাডভাইজার উভিমানা বাসানিনিয়েনজি, প্রধান অর্থনীতিবিদ ও RAISE প্রকল্পের পূর্বতন টাস্ক টিম লিডার এস আমের আহমেদ, সিনিয়র সোশ্যাল প্রোটেকশন স্পেশালিস্ট আনিকা রহমান এবং পিকেএসএফ-এর মহাব্যবস্থাপক ও RAISE প্রকল্প সমন্বয়কারী দিলীপ কুমার চক্রবর্তী।

## পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক-এর RAISE প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন

ড. এম খায়রুল হোসেন ১৫ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন (জেসিএফ) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন RAISE প্রকল্পভুক্ত শিক্ষানবিশদের সাথে মতবিনিময় করেন। এ সময় তার সাথে ছিলেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মুহম্মদ হাসান খালেদ, সহযোগী সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মোঃ আজাদুল কবির আরজু এবং উপ-নির্বাহী পরিচালক মেরিনা আখতারসহ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তা।

## RAISE প্রকল্প সমন্বয়কারী কর্তৃক প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন

বিগত ২৪ হতে ২৮ ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত পিকেএসএফ-এর মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) ও প্রকল্প সমন্বয়কারী, RAISE দিলীপ কুমার চক্রবর্তী ফেনী, লক্ষ্মীপুর ও চট্টগ্রাম জেলায় প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। সহযোগী সংস্থা রিক, সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা, ইপসা, সোপিরেট ও মমতা-এর মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন RAISE প্রকল্পের আওতায় শিক্ষানবিশি কার্যক্রম, তরুণ উদ্যোক্তা ও কোভিড-১৯-এ ক্ষতিগ্রস্ত উদ্যোগ পরিদর্শনপূর্বক সংস্থাসমূহকে প্রকল্পের গুণগতমান বজায় রাখার বিষয়ে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

## অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক-২ কর্তৃক RAISE প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন

১৬ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন ভোলায় সহযোগী সংস্থা গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা (জিজেইউএস)-এর মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন RAISE প্রকল্পের আওতায় বিগত অর্থবছরের জানুয়ারি-জুন সেশনের শিক্ষানবিশি কার্যক্রমে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ২ জন তরুণের নতুন কর্মস্থল পরিদর্শন করেন। RAISE প্রকল্প বেকার তরুণদের জীবন পরিবর্তনে কাজ করছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। পরিদর্শনকালে তাঁর সাথে ছিলেন জিজেইউএস-এর নির্বাহী পরিচালক জাকির হোসেন মহিনসহ সংস্থার প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তা।

## প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিটের কর্মকর্তা কর্তৃক সরেজমিনে প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন

মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে সহযোগী সংস্থার দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিটের কর্মকর্তাবৃন্দ ছাড়াও এ্যাকাউন্টস অফিসারগণও নিয়মিতভাবে সরেজমিনে মাঠ পরিদর্শন করছেন। পরিদর্শনকালে প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মসূচি যেমন: প্রকল্পভুক্ত ছোটো উদ্যোগ, কোভিড-১৯-এ ক্ষতিগ্রস্ত উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ, শিক্ষানবিশি কার্যক্রম, মাস্টার ক্রাফটসপার্সনদের ওরিয়েন্টেশন, তরুণ উদ্যোক্তা ও শিক্ষানবিশ বাছাইয়ের জন্য কমিউনিটি আউটরিচ কার্যক্রমসহ ঋণ বিতরণ কর্মসূচি পরিদর্শন করছেন।

## সভা, সেমিনার ও কর্মশালা

### RAISE প্রকল্পের PSC-এর সভা

১৭ অক্টোবর ২০২৩ ও ২০ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব শেখ মোহাম্মদ সলীম উল্লাহ-এর সভাপতিত্বে Project Steering Committee (PSC)-এর পঞ্চম ও ষষ্ঠ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠিত পঞ্চম সভায় পিকেএসএফ-এর পক্ষ থেকে অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের, মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) ও RAISE প্রকল্প সমন্বয়কারী দিলীপ কুমার চক্রবর্ত্তী এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত PSC-এর ষষ্ঠ সভায় পিকেএসএফ-এর পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন দিলীপ কুমার চক্রবর্ত্তী, গোলাম জিলানী, ব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) ও RAISE উপ-প্রকল্প সমন্বয়কারী এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ।

### RAISE প্রকল্পের অগ্রগতি বিষয়ক সমন্বয় সভা

প্রকল্পের কার্যক্রমের গুণগতমান বজায় রাখার লক্ষ্যে দেশব্যাপী প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তাদের নিয়ে ১৮ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে RAISE প্রকল্পের অগ্রগতি বিষয়ক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিকেএসএফ বিভিন্ন মানব-কেন্দ্রিক কর্মসূচির মাধ্যমে মানুষকে দারিদ্র্যের দুষ্ট চক্র থেকে টেকসইভাবে বের হয়ে আসার সুযোগ করে দিচ্ছে উল্লেখ করে পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের তাঁর বক্তব্যে বলেন, জনমিতিক লভ্যাংশের সুফল পাওয়ার জন্য উচ্চ উৎপাদনশীল কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী (workforce) ও টেকসই কর্মসংস্থান তৈরিতে RAISE প্রকল্প জাতীয় পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

### 'বাংলাদেশে ছোটো উদ্যোগের ক্রমবিকাশ: প্রেক্ষিত RAISE প্রকল্প' শীর্ষক মতবিনিময় সভা

৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে পিকেএসএফ-এর RAISE প্রকল্প হতে 'বাংলাদেশে ছোটো উদ্যোগের ক্রমবিকাশ: প্রেক্ষিত RAISE প্রকল্প' শীর্ষক একটি মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। পিকেএসএফ-এর তৎকালীন চেয়ারম্যান, ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় সম্মাননীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্বব্যাংক-এর ভারপ্রাপ্ত কান্ট্রি ডিরেক্টর সুলেমান কুলিবালি এবং স্বাগত বক্তব্য রাখেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি।

বাংলাদেশ ২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার জন্য সঠিক পথে রয়েছে বলে মন্তব্য করেন সুলেমান কুলিবালি। ড. আহমদ বলেন, বাংলাদেশ জনমিতিক সুযোগ (demographic dividend) গ্রহণ করতে হলে ছোটো উদ্যোগে বিনিয়োগ করা জরুরি। ছোটো উদ্যোগের বিকাশে আর্থিক পরিষেবার পাশাপাশি অ-আর্থিক পরিষেবা যেমন সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে মন্তব্য করেন তিনি। ড. হালদার বলেন, RAISE প্রকল্পটি তরুণদের পাশাপাশি পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের সার্বিক জীবনমান উন্নয়নে কাজ করছে।

সভায় 'বাংলাদেশে ছোটো উদ্যোগের বিকাশ: সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ' বিষয়ক উপস্থাপনায় পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের দেশীয় ছোটো উদ্যোগের বিকাশে পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন কার্যক্রম ও প্রকল্পের ভূমিকা তুলে ধরেন। এছাড়া, RAISE প্রকল্পের বিভিন্ন দিক নিয়ে উপস্থাপনা প্রদান করেন মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) ও RAISE প্রকল্প সমন্বয়কারী দিলীপ কুমার চক্রবর্ত্তী।

উপস্থাপনাসমূহের ওপর আলোচনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক এম এ বাকী খলীলী। অনুষ্ঠানে তৃণমূল পর্যায়ের RAISE প্রকল্পের কয়েকজন অংশগ্রহণকারী তাদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রকল্পভুক্ত সহযোগী সংস্থাসমূহ ও পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তাবৃন্দ এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ও ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড-এর প্রতিনিধিবৃন্দ।

RAISE
ছোটো উদ্যোগে মানব সক্ষমতার বিকাশ
নিউজলেটার

ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প

## মার্জিয়ার স্বপ্ন জয়ের গল্প

ছয় বোনের সংসারে সর্ব কনিষ্ঠ মার্জিয়া (২১) সবার আদরের। ২০১৭ সালে বাবার মৃত্যুতে অন্ধকার নেমে আসে পরিবারে, বন্ধ হয়ে যায় লেখাপড়া। মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে মার্জিয়া।

শত প্রতিকূলতায়ও সংসারের হাল ধরার চিন্তা তাকে নতুন কিছু শুরু করার দিকে ধাবিত করে। রান্না এবং বেকিং-এর শখ তার ছোটোবেলা থেকেই। একদিন প্রতিবেশীর মাধ্যমে রুরাল রিকনষ্ট্রাকশন ফাউন্ডেশন (আরআরএফ)-এর RAISE প্রকল্পের আওতায় শিক্ষানবিশি কার্যক্রমে বেকার তরুণদের বিভিন্ন ট্রেডে ছয় মাসব্যাপী কারিগরি প্রশিক্ষণের বিষয়ে জানতে পারে। মার্জিয়া আরআরএফ-এর অফিসে যোগাযোগ করে 'বেকিং এ্যান্ড পেস্ট্রি প্রিপারেশন' ট্রেডে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। প্রকল্পের শিক্ষানবিশি প্রশিক্ষণ ভাতা বাবদ পাওয়া ২১ হাজার টাকায় সে অনলাইনে খাবারের ব্যাবসা শুরু করে।

২০২৩ সালের মার্চ মাসে সে ফেসবুকে Marzia's Dream Kitchen নামে একটি পেইজ খুলে প্রতিদিন কেক, বিস্কুট, বাংলা খাবার, বিরিয়ানি ও চাইনিজ খাবারসহ বিভিন্ন খাবারের অর্ডার নিতে থাকে। ধীরে ধীরে তার খাবারের সুনাম বাড়তে থাকে। এ উদ্যোগ থেকে এখন তার মাসিক আয় প্রায় ১৬ হাজার টাকা। মার্জিয়া এখন পরিবারের অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা ঘুচিয়ে নিজের রেস্টুরেন্ট শুরুর স্বপ্ন বুনছে। তার এ সফলতা দেখে অনেকেই এখন প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজ নিজ স্বপ্ন পূরণে অনুপ্রাণিত হচ্ছে।

## তানিয়ার নতুন করে পথ চলা

তানিয়া বেগমের (৩৫) অনেক দিনের স্বপ্ন উদ্যোক্তা হওয়ার। স্বামী আকবর আলী (৪২) ঢাকায় একটি সার্জিক্যাল পণ্য তৈরির কারখানায় স্বল্প বেতনে কাজ করতেন। সেই অভিজ্ঞতা আর একটি সেলাই মেশিন পুঁজি করে ২০১৮ সালে বাড়িতেই সার্জিক্যাল বেল্ট বানানো শুরু করেন এই দম্পতি। সেই সার্জিক্যাল বেল্ট শরীয়তপুরের স্থানীয় বিভিন্ন বাজারে ঘুরে ঘুরে আকবর বিক্রি করতেন।

কোভিড-১৯ মহামারিতে আকবর-তানিয়ার ক্ষুদ্র ব্যাবসা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে ব্যাবসা পুনরায় দাঁড় করানোর চেষ্টা শুরু করেন তারা। কিন্তু অনেক জায়গায় যোগাযোগ করেও ব্যাবসার পুঁজি সংগ্রহে ব্যর্থ হন। এক পর্যায়ে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হিসেবে পিকেএসএফ-এর RAISE প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত হন তানিয়া। পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা এসডিএস (শরিয়তপুর ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি)-এর মাধ্যমে তিনি এক লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন।

ঋণ ছাড়াও আপদকালীন সময়ে ব্যাবসা পরিচালনা ও ঝুঁকি মোকাবিলায় করণীয় সম্পর্কে এসডিএস হতে তানিয়া প্রশিক্ষণ নেন। পরবর্তীতে অনলাইনে সার্জিক্যাল বেল্টের বিপণন শুরু করেন। এখন তিনি কুরিয়ারে অন্যান্য জেলাতেও বেল্ট সরবরাহ করে থাকেন। শরীয়তপুর পৌরসভার চৌরঙ্গীতে তারা সার্জিক্যাল পণ্য বিক্রির একটি দোকান দিয়েছেন। বর্তমানে প্রতি মাসে তাঁদের ৫০ হাজার টাকা আয় হয়। তার কারখানায় অর্ডারভিত্তিক ৪/৫ জন কর্মী কাজ করছেন। ভবিষ্যতে তিনি দেশের বড় বড় পাইকারি মার্কেটে বিক্রি করতে চান।

*উপদেশক*
ড. নমিতা হালদার এনডিসি
মোঃ ফজলুল কাদের

*সম্পাদনা পর্ষদ*
দিলীপ কুমার চক্রবর্তী
গোলাম জিলানী
এস এম খালেদ মাহফুজ

*কনটেন্ট ডেভেলপমেন্ট*
শেহরীণ সাবা

*ফিচার প্রবন্ধ*
মোঃ ফারুক হোসাইন

*প্রচ্ছদ আলোকচিত্র ও সার্বিক সহযোগিতা*
RAISE প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট, পিকেএসএফ
RAISE প্রকল্প বাস্তবায়নকারী ইউনিট, সহযোগী সংস্থা

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন
www.pksf.org.bd | pksf@pksf.prg.bd | RAISE প্রকল্প | pksf.raise@gmail.com